সেলফি জ্ঞান

স্ত্রী–মেয়ের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে পূজারা লিখলেন পুচকেও জানে কীভাবে পোজ দিতে হয়।

২৮ তারিখ কাশ্মীর ম্যাচ

লাজংকে হালকাভাবে নিতে নারাজ লাল–হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ পরিত্যক্ত ইস্টবেঙ্গল–রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচ হবে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি। নেরোকা এফসি–র সঙ্গে চেন্নাই ড্র করায় ইস্টবেঙ্গলের সুযোগ আরও বাড়ল। ফলে আগামী দুটি ম্যাচ জিতলেই লিগ শীর্ষে থাকা চেন্নাইকে ধরে ফেলবে লাল–হলুদ। ঘরের মাঠে পরের তিনটি ম্যাচে পুরো ৯ পয়েন্ট তুলে নিয়ে ১৫ বছর পর লিগ জয়ের স্বপ্নকে আরও উজ্জ্বল করাই লক্ষ্য মশাল বাহিনীর। দলের ফুটবলার সালাম রঞ্জন সিংও বলছেন, ‘ঘরের মাঠে পরের তিনটি ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৯ পয়েন্ট পেলে আমরা চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে যাবো। শিলং লাজং এফসি–কে হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্নই নেই কারণ লিগের শেষদিকে থাকা দলগুলি অবনমন বাঁচানোর জন্য মরিয়া থাকে।’

সোমবারের অনুশীলনে উইং প্লে–র উপরেই জোর দিলেন লাল–হলুদ কোচ। এদিন মূলত মাঝমাঠ এবং আক্রমণভাগের ফুটবলারদের ক্লাস নেন আলেহান্দ্রো। প্রান্তিক আক্রমণে আরও কীভাবে বৈচিত্র্য আনতে হবে তার প্র্যাকটিকাল সেশন হল ব্রেন্ডন ভানলালরেমডিকা–টনি ডোভালেদের। সঙ্গে চলল ম্যাচ প্র্যাকটিস এবং সেটপিস অনুশীলন। নেরোকা ম্যাচে ঘাড়ে চোট পাওয়া হাইমে স্যান্টোস কোলাডো দলের সঙ্গে প্র্যাকটিস না করলেও মাঠের ধারে নিজেকে ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়েই ব্যস্ত রাখলেন। মাঠ ছাড়ার আগে সমর্থকদের আশ্বস্ত করে কোলাডো বলে দিলেন, ‘পরের ম্যাচে আমি খেলবো।’ টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তিও বলেন, ‘কোলাডোর চোট উদবেগজনক নয়, পরের ম্যাচে খেলতে অসুবিধা হবে না।’ সাপ–লুডোর লিগে আপাতত লাল–হলুদের পরের মিশন লাজং ম্যাচ।

এটিকে নয়, সবুজ–মেরুনের প্রতিপক্ষ রিলায়েন্স

বাগানকে বলির পাঁঠা করার চেষ্টা সুন্দরের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ সামনেই লোকসভা নির্বাচন। ফুটবল নিয়ে ভাবার মতো সময় মোটেও নেই প্রফুল প্যাটেলের। এমনিতেও থাকে না অবশ্য। এদেশের ফুটবল নিয়ে যা কিছু ভাবনা সবই ভাবছে এফএসডিএল, আদতে নীতা আম্বানি এবং রিলায়েন্সের লোকজন। আরও বিশদে বললে, সুন্দর রমন। তাঁর চোখ দিয়েই এদেশের ফুটবল ছবি দেখেন নীতা আম্বানি। সেই সুন্দর রমনের সুনজরে নেই মোহনবাগান। গত পাঁচ বছর ধরে আইএসএলে অর্থ লগ্নির দায় মাথায় নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন এই কর্তা এখন এটিকে–কে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। যার মাশুল গুনতে হচ্ছে মোহনবাগানকে।

কলকাতার দুই প্রধানকে বাদ দিয়ে যে আইএসএল আর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তা আগের প্রতিবেদনেই লেখা হয়েছে। ঘটনা হল, এই মুহূর্তে এক অসম লড়াইয়ে যুযুধান সবুজ–মেরুন কর্তারা এবং রিলায়েন্সের সিইও। এটিকে–কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মোহনবাগানকেই বলির পাঁঠা করতে চাইছেন তিনি। নির্বাচনের ময়দানে নামার পর থেকেই বাগানের বর্তমান শাসক গোষ্ঠী চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে আইএসএলে খেলতে ইনভেস্টারের জন্য। কোটিপতি লিগে খেলবে জেনে অনেক কোম্পানিই আগ্রহ প্রকাশ করেন ১৩০ বছরের পুরোনো এই ক্লাবের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এফএসডিএল, বকলমে সুন্দর রমন। তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা কোনোভাবেই চাইছেন না, মোহনবাগান এটিকে ছাড়া অন্য কোনো কোম্পানিকে ইনভেস্টার হিসেবে নিয়ে আইএসএল খেলুক। সুন্দর রমনের সঙ্গে এটিকে কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সম্পর্ক খুবই ভালো। তাই গত পাঁচ বছর ধরে

ইনভেস্টার ইশ্যু

মোহনবাগানের আইএসএল ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা
এটিকে-র সঙ্গে গাঁটছড়ায় আপত্তি

সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত।

আইএসএলে যে লগ্নি কলকাতার এই ব্যবসায়ী করেছেন তারই প্রতিদান দিতে দায়িত্ব নিয়েছেন রিলায়েন্স সিইও। তিনি বাগান কর্তাদের চাপ দিচ্ছেন, এটিকে–র সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধার জন্য। শুধু তাই নয়, অন্য কোনো ইনভেস্টার যাতে সবুজ–মেরুনে লগ্নি না করেন তলে তলে সেই চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। কোনো একটি কোম্পানির সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়েও শেষপর্যন্ত চুক্তিপত্রে সইসাবুদ হয়নি শুধু আম্বানিরা রেগে যেতে পারেন এই বার্তা দেওয়ায়।

সমস্যা হল, ক্লাবের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে, শুধুমাত্র এমন সম্ভাবনা থেকে এটিকে–র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে নারাজ বাগান কর্তারা। এমনিতেই তাঁদের একদম কম শেয়ার দিতে চেয়েছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। এই নিয়ে দর কষাকষি চলছেই। যার জেরে মনোভাব বদলেছেন সিইএসসি–র মালিক। কিন্তু যতটা বাগান কর্তারা চাইছেন ততটা দিতে নারাজ সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। এমনকি বাগান কর্তারা প্রস্তাব দেন যে যতটা শেয়ার এটিকে কর্ণধার দিতে চাইছেন সেটাই দিন, বাকিটা ক্লাবের নামে কিনে নেওয়া হবে এবং আগামী মরশুম থেকে সেই টাকা মোহনবাগান নিজেদের তরফ থেকে লগ্নি করবে। কিন্তু সেটা হলে যে বাগান সমর্থকদের কাছে দায়বদ্ধ হতে হবে এটা বুঝেই রাজি নন গোয়েঙ্কা।

তবে, টুটু বসুদের আসল দাবি অন্য। তাঁরা চাইছেন এটিকে নয়, গাঁটছড়া হোক সিইএসসি–র সঙ্গে। সেক্ষেত্রে তাঁরা ইনভেস্টার–স্পনসর হিসেবে থাকলে ক্লাবের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, এটিকে আইএসএলে পরিচিত নাম। তাদের সঙ্গে গাঁটছড়ার পর মোহনবাগানের জার্সি বা লোগো ব্যবহার হলেও এটিকে নামটাই অগ্রাধিকার পাবে। আর সেটাই চাইছেন না টুটুবাবুরা। এখন দেখার, এই অসম লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত জয় কার হয়।

বিবেক সিংয়ের মারা শটে বল অশোক দিন্দার মাথায় লাগায় আতঙ্কিত সতীর্থরা।

ইডেনে ফিল হিউজস আতঙ্ক

বলের আঘাতে মাঠে লুটিয়ে পড়লেন দিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আপাত নিরীহ একটা ডেলিভারি। আর তা নিয়েই ভারতীয় ক্রিকেটে সকাল থেকেই হইচই।

নেপথ্যে বাংলা তথা জাতীয় দলের প্রাক্তন পেসার অশোক দিন্দা। স্থান ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্স। যেখানে আজ সকালে বাংলা দলের ম্যাচ সিচুয়েশন অনুশীলনের সময় মাথায় বল লেগে আহত হলেন অশোক দিন্দা। বল মাথায় লাগার পর মিনিট কয়েক পিচের ধারেই শুয়েছিলেন তিনি। পরে ওভারের বাকি দুই ডেলিভারি করে মাঠ ছাড়েন তিনি। আর তাঁর মাথায় বল লাগার ঘটনার মাধ্যমে ক্রিকেটের নন্দনকাননে হাজির হয়ে যায় ফিল হিউজস আতঙ্ক। দিন্দার চোট অবশ্য একেবারেই গুরুতর নয়। দ্রুত তাঁকে পূর্ব কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে স্ক্যান করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হলেও রিপোর্টে কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে জানা গিয়েছে, চোটটা মাথায় বলে চিকিৎসকেরা তাঁকে আগামী দুদিন বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

ঘটনার সূত্রপাত, আজ সকালে বাংলার ম্যাচ সিচুয়েশন অনুশীলনের সময়। সতীর্থ বাঁ–হাতি ব্যাটসম্যান বিবেক সিংকে একটি লো ফুলটস ডেলিভারি করেছিলেন দিন্দা। বিবেক স্ট্রেট ড্রাইভ করেন ডেলিভারিটা। আর সেটাই সোজা চলে যায় দিন্দার মুখের সামনে। প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় দিন্দা তাঁর হাত দিয়ে বলকে রোখার চেষ্টা করেন। কিন্তু বলটা হাতে লাগার পরও তা কপালের একটি অংশে সজোরে আঘাত করে। মাঠে লুটিয়ে পড়েন দিন্দা। দ্রুত তাঁর সতীর্থরা হাজির হয়ে যান পিচের ধারেই। বাংলা দলের ফিজিয়ো, ট্রেনার দৌড়ে হাজির হন মাঠে। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ফের বোলিং রানআপে ফিরে গিয়ে ওভারের বাকি দুই ডেলিভারি করেন দিন্দা। আর তারপরই মাথা ঘোরার কথা সতীর্থদের জানিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। শুরু হয়ে যায় ফিল হিউজস আতঙ্কের রেশ। যদিও শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। দিন্দাও দুপুরের দিকে হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষার পর ইডেনে ফিরে মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়িও ফিরে যান তিনি। আর ইডেন ছাড়ার আগে দিন্দা উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলে গেলেন, ‘ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টে তেমন কিছু নেই। অযথা এটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করবেন না প্লিজ। আমার পরিবারের লোকেরা টেনশনে পড়ে গিয়েছেন।’ বাংলা দলের অন্দরে শুরুতে দিন্দাকে নিয়ে টেনশন তৈরি হলেও স্ক্যানের রিপোর্ট জানার পর চিন্তা কমেছে। বিকেলের দিকে ইডেন দাঁড়িয়ে বাংলার কোচ তথা মেন্টর অরুণ লাল বলছিলেন, ‘ঘটনাটা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু কী আর করা যাবে। ক্রিকেট মাঠে এমন ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। দিন্দার বড়ো কোনো সমস্যা হয়নি, সেটাই আসল।’

প্রাক্তন ছাত্র সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের থেকে উপহার নিচ্ছেন টি কে চাটুনি।

বাগান তাঁবুতে চাটুনি, জার্সি দিলেন খালিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আত্মজীবনী লিখবেন আর কলকাতার বিশেষ করে মোহনবাগানের কথা মনে পড়বে না টি কে চাটুনির, এও কি হতে পারে? হতে পারে না বলেই এদিন সকাল হতে না হতেই সটান হাজির তাঁর প্রিয় ক্লাবে। সবুজ–মেরুন তাঁবুতে পৌঁছে খুব স্বাভাবিকভাবেই নস্টালজিক তিনি।

দিনদুয়েক আগেই এসেছেন শহরে। সঙ্গী অনুলেখক জাফর। রবিবার বিকেলেও আসেন মোহনবাগান তাঁবুতে। কিন্তু কাউকে না দেখতে পেয়ে একদা ছাত্র সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করলে তিনি এদিন সকালে আসতে বলেন। তাঁর কথামতো খালিদ জামিলের অনুশীলনে পৌঁছে খানিকটা যেন স্মৃতি রোমন্থনের ঢংয়েই কাটালেন চাটুনি। এমনকি তাঁকে ক্লাবের মাঠে হাত দিয়ে প্রণাম করতেও দেখা গেল। কেমন লাগছে আবার মোহনবাগানে এসে, প্রশ্ন করলে বলেন, ‘দারুণ লাগছে। কত কী বদলে গিয়েছে! তাঁবু–মাঠ সবই উন্নত হয়েছে। তবে আমার কোচিং জীবনে দেখা কলজের জোর ফুটবলারদের আছে বলে মনে হয় না। এই যে সত্যজিৎ ছিল আমার ডানহাত। চিমার মতো বিদেশি ফুটবলার আমি ভারতীয় ফুটবলে আর কখনও দেখিনি। কী অসম্ভব মোটিভেশন ছিল এদের।’ নিজের বই নিয়ে বলছিলেন, ‘আমার নিজের আত্মজীবনী লিখব আর মোহনবাগান প্রসঙ্গ থাকবে না এও কি হয়? আমার নিজের যেমন প্রথম জাতীয় লিগ জেতা তেমনি মোহনবাগানেরও। এটা আগেই প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কেরলে বন্যার জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।’ আগামী ১৯ অগাস্ট তাঁর বিবাহিত জীবনের ৫০ বর্ষপূর্তি। সেদিনই সম্ভবত হতে চলেছে তাঁর বই প্রকাশ। এদিন রিজার্ভ ফুটবলারদের অনুশীলন করিয়ে চাটুনির হাতে বাগান জার্সি তুলে দেন বর্তমান কোচ খালিদ।

শচীনের সময় পিচ, বোলার অনেক কঠিন ছিল : ওয়ার্ন

কেরিয়ার শেষ হলেই বিরাটের বিচার করব

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ একসময় শচীন তেন্ডুলকার তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন।

তাবড় তাবড় বোলারদেরও একই হাল করেছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। শচীনের ভূমিকায় আপাতত ভারতের এক মাস্টারপিস বিরাট কোহলি। দুজনের মধ্যে তুলনায় মশগুল ক্রিকেটমহল। যদিও প্রাক্তন প্রতিপক্ষ শচীনের সঙ্গে এখনই বিরাটকে বসাতে নারাজ শেন ওয়ার্ন। কিংবদন্তি অসি লেগস্পিনারের কথায়, দুই যুগের দুই ক্রিকেটারের মধ্যে তুলনা চলে না। আর পিচ, প্রতিপক্ষ, পরিস্থিতির নিরিখে শচীনকে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ সামলাতে হয়েছে।

প্রাক্তন ও বর্তমান, দুই ভারতীয়র তুলনা টানতে গিয়ে ওয়ার্ন বলেন, ‘শচীন যখন খেলেছে, সেই নয়ের দশকের পিচ পরিস্থিতি, বোলারদের কোয়ালিটির কথা মাথায় রাখতে হবে। তুলনায় এখন পিচ অনেক বেশি ফ্ল্যাট। সুইংও বেশি ছিল আগে। এছাড়াও অনেক কিছুতেই পার্থক্য রয়েছে। ওয়াসিম (আক্রাম), ওয়াকার (ইউনিস), (কার্টলি) অ্যামব্রোস, (গ্লেন) ম্যাকগ্রাথ, (অ্যালান) ডোনাল্ড, সাকলিন মুস্তাক, (ড্যানিয়েল) ভেত্তোরি, (মুথাইয়া) মুরলীধরন, আমি...আরও অনেক তাবড় বোলারকে সামলানো ব্রায়ান লারা, শচীনের সঙ্গে অন্য কারোর তুলনা! কঠিন।’

ওয়ার্ন এত তাড়াতাড়ি বিরাটকে শচীনের পাশে বসাতে চান না, সেটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন। বলেন, ‘বিরাট সব রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে। কিন্তু তারপরও আমি অপেক্ষার পক্ষপাতী। রেকর্ড, সেঞ্চুরি, রান, বেঞ্চমার্ক তৈরি করা–সব ঠিক আছে। কিন্তু আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তুমি কীভাবে খেলছ। বিরাট নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরাদের তালিকায় ঢুকে পড়েছে। ওডিআই ফর্মাটে খুব সম্ভব ভিভ রিচার্ডসের সঙ্গে ওকে বসাতে হবে। এটা রেকর্ডের জন্য নয়, বিরাটের খেলার স্টাইলের জন্যই। তবে ওর কেরিয়ার শেষের পরই বিরাটকে যথাযথভাবে বিচার করার পক্ষপাতী আমি।’

এমসিএ–তে বিরাট কোহলি।

শচীনের পাশে না বসালেও, আরও অনেকের মতো বিরাটকে তিনি যে ভালোবাসেন, তা আড়াল করলেন না। ওয়ার্ন বলেন, ‘বিরাটের কথার মধ্যে সততা রয়েছে, তাই প্রত্যেকেই ওকে ভালোবাসে। দুর্দান্ত ক্রিকেটার। বিরাটের ব্যাটিং উপভোগ করি। ভালোলাগে ওর কথা শুনতে। আমি ওর বিশাল ভক্ত। ওর আরও অনেক গুণের মধ্যে যা আমাকে সবচেয়ে বেশি টানে, তা ওর কথার মধ্যে সততা। লুকোচুরি নেই। যা করে সামনেই করে। যেটা ভাবে, সেটাই খোলামনে বলে। আর এর জন্যই বিশ্বক্রিকেটের সবাই ওকে ভালোবাসে। লড়াই পছন্দ করে। আর তাই রান তাড়ায় ওর এতগুলি সেঞ্চুরি। অবিশ্বাস্য রেকর্ড। বর্তমান ক্রিকেটে ওর পিছনে কাকে রাখব? কঠিন প্রশ্ন। আমি কারোর কথা মনে করতে পারছি না।’

ইরানি ট্রফির প্রস্তুতি। আজিঙ্কা রাহানের সঙ্গে ওয়াসিম জাফর।

সৌরভ মজেছেন ধোনির নতুন রূপে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ তিনিই একসময় মন্তব্য করেছিলেন, মহেন্দ্র সিং ধোনি আর ফিনিশার নন।

সেই তিনিই এবার মতের বদল করলেন। মেনে নিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনির মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি রয়েছে। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ধোনি নিজেকে নতুনভাবে ফিরে পেয়েছেন। ‘নয়া’ মোড়কের এই মহেন্দ্র সিং ধোনি আগামীদিনে বিরাট কোহলির সংসারের চমক হতে চলেছেন বলেও মনে করছেন মহারাজ। পাশাপাশি ইংল্যান্ডের মাটিতে আগামী জুন–জুলাইয়ের বিশ্বকাপের সময়ও ধোনি টিম ইন্ডিয়াকে দারুণভাবে সার্ভিস দেবেন বলেই মনে করছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। আজ সন্ধ্যায় ইডেনে হাজির হয়ে সিএবি সভাপতি একাদশ বনাম অফিস বেয়ারার্সদের প্রদর্শনী ম্যাচের মাঝেই সর্বভারতীয় এক চ্যানেলে সৌরভ ধোনিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, ‘অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে ও টি২০ সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড়ো পজিটিভ দিক হল ধোনি। ও ফের প্রমাণ করল, এখনও ওর মধ্যে ক্রিকেট বাকি রয়েছে।’ সৌরভ আরও বলেছেন, ‘গত এক বা দেড় বছর সময়টা ভালো যায়নি ধোনির। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ও যেভাবে নিজেকে মেলে ধরল, বিশ্বকাপের আগে কোহলির ভারতের জন্য এটা দারুণ ব্যাপার। নয়া ধোনি আরও চমক দেবে বলেই আমার বিশ্বাস।’ মহেন্দ্র সিং ধোনির পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার তরুণ তুর্কি ঋষভ পন্থের সঙ্গে বিজয় শংকরকেও ভালো লেগেছে সৌরভের। আগামীদিনে পন্থরা ভারতীয় ক্রিকেটে শাসন করবেন বলেই তাঁর বিশ্বাস। আলাদা করে টিম ইন্ডিয়ার পেসার মহম্মদ সামিরও প্রশংসা করেছেন তিনি। সামি যে টেস্টের পাশে এখন ওয়ান ডে ও টি২০ বোলার হিসেবেও অনেক পরিণত ও কার্যকরী, জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন, ‘সামি ব্যক্তিগত জীবনে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে কয়েক মাস আগে, তারপরও যেভাবে ও কোহলিদের সার্ভিস দিয়ে চলেছে, ভাবলেই অবাক লাগে। ইংল্যান্ডের মাটিতে বিশ্বকাপে সামি কোহলির দলের বোলিংয়ে বড়ো ভূমিকা নেবে নিশ্চিতভাবেই।’

মেসির ফিটনেস ধন্দের মাঝে ফের বার্সার হোঁচট

বিলবাও (স্পেন), ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ অ্যাওয়ে ম্যাচ শুরুর আগে বার্সেলোনার কোচ আর্নেস্তো ভালভের্দের সহকারী জন আসপিয়াজু জানিয়েছিলেন, লিওনেল মেসি ফিট নন। অ্যাটলেটিকো বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে নব্বই মিনিট মাঠে থাকলেও মেসিকে অল্প হলেও চোট ভোগাচ্ছে, প্রমাণ মিলল বারবার। কাছাকাছি পৌঁছালেও গোল পাননি তিনি। বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে বার্সার পক্ষে সেরা পারফরম্যান্স গোলরক্ষক মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগেনের। তাঁর একাধিক সেভে হার বাঁচিয়ে ০–০ ফলে ম্যাচ ড্র করল বার্সা। ভালভের্দে অবশ্য ম্যাচ শেষে বলেছেন, ‘লিও একদম ঠিক আছে। একশো শতাংশ ফিট বোধ করছে বলেই খেলেছে। ম্যাচটা আমাদের জন্য কঠিন ছিল, তবে লিও–র যে কোনো সমস্যা নেই সেটা ও বুঝিয়ে দিয়েছে।’ যদিও মেসি ফিট না থাকায় ও জর্ডি আলবা নির্বাসিত থাকায় রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলতে দেখা গিয়েছে বার্সাকে। ২৩ ম্যাচে পয়েন্ট ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে মেসিরাই। মাদ্রিদ ডার্বি জেতার পর লিগটেবিলে দুইয়ে উঠে আসা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে আপাতত তাদের পয়েন্টের পার্থক্য কমে দাঁড়াল ছয়ে। মার্চের শুরুতে লা লিগার এল ক্লাসিকোয় রিয়ালের কাছে সুযোগ থাকছে যে পার্থক্যটা আরও কমিয়ে ফেলার।

গতির দাপটে নরওয়ের ক্লাবের ট্রায়ালে সুযোগ মিজো তরুণের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বছর দুয়েক আগে ১৯ বছরের এক তরুণ ফুটবলারের গতি ভারতীয় ফুটবলকে চমকে দিয়েছিল। আইএসএলে দিল্লি ডায়নামোসের জার্সিতে একটি গোলের সময় তাঁর পায়ের গতি ছিল ৩৫.৮ কিলোমিটার। যা ওয়েলস উইজার্ড গ্যারেথ বেল (৩৬.৯ কিলোমিটার) ও কলম্বিয়ার অরল্যান্ডো বেরিওর (৩৬ কিলোমিটার) পরে জায়গা পেয়েছিল। আর এই গতির দাপটেই নরওয়ের প্রথমসারির ক্লাব ভাইকিং এফকে–তে ট্রায়ালের সুযোগ পেলেন ২১ বছরের মিজোরামের উইঙ্গার লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে।

গত বছর নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ডায়নামোসের খেলা দেখতে এসেছিলেন ভাইকিংয়ের কর্মকর্তারা। সেখানে ছাঙ্গতের গতি তাদের নজরে পড়ে। তারা ২১ বছরের এই মিজো ফুটবলারকে ভাইকিংয়ে ট্রায়ালে আসার প্রস্তাব দেন। যার ফলে সোমবার থেকে এক সপ্তাহ ইউরোপের মাটিতে দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন ছাঙ্গতে। গুরপ্রীত সিং সান্ধুদের দলে নাম লেখানোর পর ছাঙ্গতে বলেছেন, ‘ডায়নামোসে ইউরোপের একাধিক ফুটবলার রয়েছে। ফলে ওদের সঙ্গে কথা বলে ওখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি। আমার হাতে বেশি সময় নেই। কিন্তু নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব ট্রায়ালে। এতদূর যখন আসতে পেরেছি তখন বাকিটাও ভালো হবে।’

বিদেশি ক্লাবের ট্রায়ালে যোগ দিলেও মিজোরামের লুঙ্গলেইয়ের এই তরুণের শুরুর দিনগুলি মোটেও গোলাপের পাপড়ি বিছানো ছিল না। ছাঙ্গতে মিজোরামের এমন একটা জায়গায় জন্মেছিলেন যেখান থেকে ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে যোগাযোগ কয়েকবছর আগেও কষ্টসাধ্য ছিল। ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাস্কেটবলের কংক্রিটের কোর্টে ফুটবল খেলা চালিয়ে যান। এই সময়ে স্থানীয় ফুটবল ক্লাবের মালিক মাওকিমার নজরে পড়ে যান তিনি। পাশে পেয়েছিলেন ফুটবল–পাগল দাদু দোচুঙ্গাকে। যিনি ছাঙ্গতের বাবা রিয়াতপুয়াইয়ের বারণ সত্ত্বেও নাতিকে ফুটবল বুট কিনে দিয়েছিলেন। তবে মাওকিমার কোচিংয়েই মিজো প্রিমিয়ার লিগে দুরন্ত পারফর্ম করার পর ২০১৫ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হয় তাঁর। একই বছরে লিভারপুলের অনূর্ধ্ব–১৮ দলের সঙ্গে এক সপ্তাহ কাটানোর সুযোগ পান ছাঙ্গতে। আর ভাইকিংয়ের ট্রায়ালে সেই অভিজ্ঞতাই কাজে লাগাতে চাইছেন এই মিজো তরুণ।

টানা দু–বার ইরানি জয়ে চোখ জাফরদের

নাগপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ঠিক পাঁচদিন বাদে (১৬ ফেব্রুয়ারি) ৪১ বছরে পা দিতে চলা ভীষ্মকে সামনে রেখে টানা দ্বিতীয়বার ইরানি কাপ জেতার লক্ষ্যে নামছে বিদর্ভ। টানা দু–বার রনজি জেতার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন ওয়াসিম জাফর। রনজি–কেরিয়ারে দ্বিতীয়বার করেছেন হাজারের বেশি রান। গতবার রনজিতে খুব ভালো না খেলতে পারলেও ইরানিতে ঝলসে উঠেছিল জাফরের ব্যাট। তাঁর করা বিশাল ২৮৬ রানের সুবাদে ৭ উইকেটে ৮০০ রান তুলেছিল বিদর্ভ। তাঁদের ইনিংস ছাড়ার পরই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ম্যাচের বিজয়ী কারা হতে চলেছে। এবারে তো জাফর দারুণ ছন্দে, তাই বাড়তি ভরসা রাখা হচ্ছে তাঁর উপর। পাশাপাশি বিদর্ভের অধিনায়ক ফৈয়াজ ফজল ও অক্ষয় ওয়াদকারের উপরও ভরসা রাখছেন বিদর্ভের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। সদ্য শেষ হওয়া রনজিতে যথাক্রমে ৭৫২ ও ৭২৫ রান করেছেন তাঁরা। যদিও জামথার মন্থর–ঘূর্ণি উইকেটে বিদর্ভ শিবিরের বড়ো ভরসা আদিত্য সারওয়াতে। রনজির ফাইনালে দুই ইনিংসেই চেতেশ্বর পূজারাকে ফেরানো সহ মোট ১১ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন সারওয়াতে। অপর দুই স্পিনার অক্ষয় ওয়াখারে ও অক্ষয় কারনেওয়ারও বড়ো ভূমিকা নিতে পারেন এই ম্যাচে। রনজি জেতার পরই সদ্য বিয়ে করেছেন ওয়াখারে। এমনিতেই আজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বে এবারের অবশিষ্ট ভারত দল বেশ শক্তিশালী। ভারতীয় টেস্ট দলের নব্য দুই সদস্য হনুমা বিহারী ও মায়াঙ্ক আগরওয়াল রয়েছেন দলে। পাশাপাশি রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণাধীন ইন্ডিয়া ‘এ’ দলে নিয়মিত শ্রেয়স আয়ার, ইশান কিষান, আনমোলপ্রীত সিংরাও সুযোগ পেয়েছেন। সৌরাষ্ট্রের হয়ে ফাইনালে নজরকাড়া ধমেন্দ্রসিনহা জাদেজার পাশে স্পিন বিভাগ সামলাতে দেখা যাবে কৃষ্ণাপা গোথাম ও রাহুল চাহারকে। বিদর্ভকে ফাইনালে তোলার ক্ষেত্রে উমেশ যাদব বড়ো ভূমিকা নিলেও জামথার পিচে ফাইনালে নজর কাড়তে পারেননি। মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা ইরানি কাপে টানা দ্বিতীয়বার বিদর্ভকে জিতিয়ে জাতীয় টেস্ট দলে স্থান পাওয়ার দাবি জোরালো করতে মুখিয়ে থাকবেন উমেশ। প্রসঙ্গত, কর্ণাটকের (২০১৩–১৪ ও ২০১৪–১৫) পর থেকে অবশিষ্ট ভারত দলের দাপট খর্ব করে এখনও কোনো রনজি জয়ীরা পরপর দু–বার ইরানি জিততে পারেনি।

কৃশানু-বিকাশে এখনও আচ্ছন্ন আসলাম

সন্দীপ সুর

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন তখন শেষ। অনেক ফুটবলারই বাড়ির পথ ধরেছেন। হঠাৎ যুবভারতী সংলগ্ন ট্রেনিং গ্রাউন্ডে হাজির বছর পঞ্চাশের এক ব্যক্তি। মাঠে থাকা পুরোনো মালি বা দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকা ব্যক্তিরা দ্রুত আবিষ্কার করলেন আগত ভদ্রলোকটিকে। তিনি ১৯৯১–৯২ সালে ইস্টবেঙ্গলে মুন্না–রুমি–আসলাম জুটির অন্যতম সদস্য শেখ মহম্মদ আসলাম।

খেলা ছাড়ার পর বাংলাদেশের ফুটবল প্রশাসনে যোগ দিয়েছেন লাল–হলুদের প্রাক্তন এই ফুটবলার। ভারত–বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য কলকাতায় এসেছেন আসলাম।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন ট্রেনিং গ্রাউন্ডে শেখ মহম্মদ আসলাম (বাঁয়ে)।

যুবভারতীর মাঠ পরিদর্শনের সময় হঠাৎ দেখা গেল প্রিয় ক্লাবের পুরোনো পরিচিতদের সঙ্গে। বেশ নস্টালজিক দেখাচ্ছিল তাঁকে, কথায় কথায় ঘুরেফিরে আসছিল কৃশানু–বিকাশদের প্রসঙ্গ। বহু বছর আগের কথা হলেও আসলামের মনে এখনও উজ্জ্বল ময়দানের স্মৃতি। আবেগতাড়িত গলায় তিনি বলছিলেন, ‘যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। লিগের ম্যাচে মোহনবাগানকে হারানোর দিনটা এখনও ভুলিনি। এখানকার সমর্থকদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি তা কোনোদিন ভুলতে পারব না। আমি–মুন্না–কৃশানু–বিকাশ একে অপরের খুব ভালো বন্ধু ছিলাম।’

কলকাতায় এসেই শুনেছেন এখন ইস্টবেঙ্গল তাঁবু অনেক বদলে গেছে। তাই নিজের চোখে দেখতে চান বদলে যাওয়া প্রিয় ক্লাবটিকে। নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত আসলাম বলছিলেন, ‘আমি খুব গর্বিত ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবে খেলতে পেরেছিলাম বলে। এটা এশিয়ার অন্যতম সেরা ক্লাব। সারা বিশ্বে যেখানেই গিয়েছি সেখানেই এই ক্লাবের কথা বলেছি।’ পঞ্চাশোর্ধ প্রাক্তন ফুটবলারের গলায় কিছুটা আক্ষেপের সুরও ঝরে পড়ল সেভাবে বাংলা থেকে ফুটবলার না উঠে আসায়। তিনি বলেন, ‘বদল তো অনেক হয়েছে কিন্তু আর একটা কৃশানু বা বিকাশ বাংলা পেল কোথায়?’ এই আক্ষেপ এখন যে এদেশেরও সর্বত্র।

চেন্নাইকে আটকে দিল নেরোকা

ইম্ফল, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ তিন গোলে এগিয়ে থাকা চেন্নাই সিটি এফসি–কে ঘরের মাঠ খুমান লাম্পাক স্টেডিয়ামে ৩–৩ ফলে আটকে দিল নেরোকা এফসি। এদিনের ম্যাচের শেষে ১৬ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে চেন্নাই থাকল লিগশীর্ষেই। ১৪ ম্যাচে ২৮ পয়েন্টে থাকা লাল–হলুদ শিবির পরের দুটো ম্যাচে জিতলেই ছুঁয়ে ফেলতে পারবে তাদের। এদিন প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার কিছুটা আগে চলতি আই লিগে পেড্রো মানজির চতুর্থ হ্যাটট্রিকে (৩৫, ৪২ ও ৪৫+১ মিনিট) কার্যত ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলেছিল আই লিগ টেবিলের ফার্স্ট বয়রা। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য নেরোকা দুর্দান্তভাবে ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায়। ৫২ মিনিটে ফেলিক্স চিডি ও ৬৮ মিনিটে চেঞ্চো গেইলৎসেনের গোলে খেলা জমিয়ে দেয় নেরোকা। আর ৮৭ মিনিটে আরিয়ান গ্লেন উইলিয়ামসের গোলে ম্যাচে সমতায় ফেরে।

চ্যাম্পিয়ন সূর্যরা

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ জাতীয় দাবায় পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল পেট্রোলিয়াম স্পোর্টস প্রোমোশন বোর্ড। অরবিন্দ চিদম্বরম, সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায় সহ দলের পাঁচজনই গ্র্যান্ড মাস্টার। তাই অন্যদের থেকে এগিয়েছিলেন তাঁরা। দীর্ঘদিন পর জাতীয় স্তরের এই টুর্নামেন্টে বাংলাকে নেতৃত্ব দেন দিব্যেন্দু বড়ুয়া। কিন্তু প্রথম তিনেই আসতে পারল না বাংলা। বিশ্ব দাবা সংস্থার শিক্ষামূলক কমিটিতে এশিয়া থেকে প্রতিনিধি হয়েছেন রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব অতনু লাহিড়ি।